গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

''আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।''

'কবর'/''দিনগুলি রাতগুলি''

বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করতা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা— দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা আর তারই মধ্যে আবার নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার মধ্যেই শঙ্খ ঘোষের (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২) আবির্ভাব। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতার নূতনভাবে পথ চলা শুরু হয়। শুরু হয় আত্মনির্ভর আধুনিকতার— সেই নব্য আধুনিকতায় নিজস্বপথ নির্মাণ করে শঙ্খ ঘোষ বাংলা কবিতায় একটি স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করেছেন। আর এই স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করার জন্য বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বলতে আধুনিক বাংলা কবিতার কথা বলা হয়েছে। ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীত নিয়ে গঠিত হয় না, ঐতিহ্য সাম্প্রতিকের সঙ্গে যুক্ত। এ এক ঐতিহাসিকবোধ। যে বোধ শুধুমাত্র অতীতের অতীতত্ব অনুভব নয়; তার উপস্থিতিরও অনুভব। এই বোধ সঞ্চারিত হলে একজন কবি বা লেখক শুধুমাত্র তার সমসময়ের চেতনা নিয়ে লেখেন না, তিনি লেখেন তাঁর ভাষা-সাহিত্যের অস্তিত্বের অনুভব দিয়ে অর্থাৎ তাতে থাকে বিশ্বসময় বা মানব সময়ের বোধ। আর এই সময় বর্তমান, বিগত, অনাগত এবং নিরবধি কাল নিয়ে গঠিত। এখান থেকেই কবির ভিতরে আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসে। কিন্তু একজন কবি বা লেখক প্রশ্নাতীত ভাবে ঐতিহ্যকে গ্রহণ বা বর্জন করেন না; গ্রহণ ও বর্জনের ভেতর দিয়ে তিনি ঐতিহ্যকে তাঁর সৃজনশীলতায় অঙ্গীভূত করে নেন। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়েছিল তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখের কাব্য প্রয়াসে। আবার এও দেখা যায় শেষ জীবনের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আলোড়িত হয়েছিলেন প্রবল আত্মবিরোধে। সেই আত্মবিরোধ ছিল তাঁর কবি জীবনের সূচনা থেকে লালন করে আসা আস্তিক্যবোধ, রোম্যান্টিকতার সঙ্গে বোদলেয়ার, এলিয়ট, পাউণ্ডদের আধুনিক জগতের। সেই আত্মবিরোধকে তিনি সাহস করে বরণ করেছিলেন। শেষ পনের বছরের কবিতায় তিনি ভিন্ন ধরনের আধুনিকতা নিয়ে আসেন। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একদিকে পাওয়া যায় চেতনাগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে আবার পাশাপাশিভাবে পাওয়া যায় তিরিশের দশকের কবিদের। যেমন— জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। চল্লিশের দশকের রাজনীতি সচেতন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা তাঁর কবিতা ভাবনা এবং মননবিকাশকে প্রভাবিত করেছেন। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তিরিশের দশকের কবিদের মতো সমাজ বিচ্ছিন্নতা, সমর সেনের মতো নাগরিকতার গ্লানি এবং প্রতিভা-মনীষার মিলনবিন্দু যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি চল্লিশের দশকের কবিদের সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতা যা তাঁকে পঞ্চাশের অন্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। পাশাপাশি তাঁর কবিতা ভাবনা, শব্দ ভাবনা, ছন্দ চেতনা নিয়ে লেখা গদ্য গ্রন্থগুলি অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে এবং এইসব ভাবনা তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। একদিকে শব্দকে অতিক্রম করে শব্দাতীত তাৎপর্যে পৌঁছানো, অন্যদিকে বিশ্বের পটে খোঁজা— এই দুই-এর এক মিলিত রূপ তাঁকে যেমন দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য তেমনি দিয়েছে আত্মপরিচয়।

প্রকৃত স্বীকার্য যে, ব্যক্তি-আমি এবং সামাজিক-আমির ভেতরে থাকে আত্ম-আমি— এই আত্ম-আমির উন্মোচন ব্যতিত অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মিলন অসম্ভাব্য। একজন কবি 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' নিয়ে ব্যক্তি-সময় ও বিশ্বগত-সময়কে নিয়ে পৌঁছে যান অনির্বাণ সময়ে— যাতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মিলন সম্ভাব্য হয়ে ওঠে এবং তাতে ধরা পড়ে সময়ের নানা প্রেক্ষিত। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে আছে সময়ের বহুমাত্রিক প্রকাশ এবং বিমূর্ত সময়ের সঙ্গে যোগ এবং স্বরূপ উন্মোচনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

শঙ্খ ঘোষ প্রথমত ও মূলত কবি হলেও গদ্য-লেখায় 'কবিতার সৃজনশীলতা' এবং তীক্ষ্ণ মননশীল যুক্তির ধারালো ঔজ্জ্বল্যে একজন স্বমহিম প্রাবন্ধিক-সমালোচক। তাঁর "ছন্দের বারান্দা" (১৯৭১), "জার্নাল" (১৯৮৫), "এ আমির আবরণ" (১৯৮০) রা "ঐতিহ্যের বিস্তার" (১৯৮৯) — প্রত্যেক গ্রন্থেই ব্যতিক্রমী এবং কবি-পরিচয়ে সমৃদ্ধ। এই কবি-স্রষ্টার লেখায় নিয়তই উদ্‌বোধনের আনন্দ এবং উন্মোচনের বিস্ময়-আনন্দ বিরাজমান। তাঁর খোঁজ এবং দেখা ব্যাপকতর অর্থে গভীর— যাতে সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে মেধা দেশ-কাল সময়-সংকট এবং আত্মপ্রশ্ন-সমালোচনা-জাগরণ। তাঁর 'লেখা' বা প্রবন্ধ-সমালোচনাসমূহকে তিনি সাধারণভাবে 'স্মৃতিলেখা', 'লেখাজীবন', 'কবিতাকথা', 'শিল্পসাহিত্য', 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'অন্যান্য'— এই বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন।

অনুবাদক হিসেবেও শঙ্খ ঘোষ দেশ, সমাজ, রাজনীতি, মানুষ-মানবতা-ভালোবাসা সচেতন। তাঁর সকল অনুবাদকর্মে জীবন এবং ঐতিহ্যের সামগ্রিক বোধ পরিষ্কার হয় এবং ধরা পড়ে কবিমানসের মিল। অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর যে নির্বাচন তাতে 'মন্থর পুনরাবৃত্তি'-এর আয়োজন নেই, বরং আছে মানবতাবাদী মনের নিঃসংশয় প্রকাশ। মৌল স্বভাব বিসর্জন নয়, বিপরীতে গিয়েও সমগ্রের খোঁজে ধাবমান এবং সমস্ত গণ্ডি ভেঙে ভেঙে প্রবেশ করেন জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষসাধারণস্থানে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা পুনরাবৃত্তিহীন সত্য-আলোর কবিতা— যে আলো-স্নানে সমস্ত আবিলতা-বিভ্রম-ব্যর্থতা-গ্লানি-শঠতা-মিথ্যাচার-অপমান-হীনম্মন্যতা-প্রাণহীনতা-বোধহীনতা-

অবমূল্যায়নরাশি উজ্জ্বলতম সরল প্রাণময়-সত্য হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় মন-মনন-বোধ জ্ঞান-জীবন-সত্যি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চিত্রকল্পের অনুরণন এবং ছন্দের প্রাণ-প্রবাহ গাঢ়তর দ্যোতনাময়।

যে কবির কাছে নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, বরং শব্দের নতুন সৃষ্টিই অভিপ্রায়— সেই কবি ভালোবাসার কাছে পৌঁছোন এবং সৃষ্টি করেন দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নতুন প্রেম-কবিতা। প্রবল অস্ত্যর্থকতার জন্য তাঁর সমস্ত কবিতাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রেমের কবিতা— ভালোবাসার। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সমাজ-দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন নয়— তাঁর কবিতায় সময়ের অস্থিরতা ক্ষোভ, ক্রোধ অভিমান ভালোবাসা আত্মসংকট-সমালোচনা বেদনা প্রগাঢ় আলো-বোধ-উপলব্ধি প্রকাশিত। আধুনিকতার অনেকান্তিক শর্তে-ধর্মে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সামাজিক উপলব্ধির সঙ্গে মিশে আছে এক নিজস্ব শঙ্খ-সুর। আর এ কারণেই ভালোবাসার কবি শঙ্খ ঘোষ, বেঁচে থাকার এবং অন্যকে বাঁচতে শেখানোর কবি শঙ্খ ঘোষ। একজন শিল্পী যেহেতু সামাজিক মানুষ এবং সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল— এক্ষেত্রে আধুনিক, উত্তরআধুনিক পাঠ নিয়েই কবি শঙ্খ ঘোষ সামগ্রিক অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন— বিশ্বজগতের সঙ্গে সরাসরি আনুভূমিক, সচেতন, ইতিবাচক সংযোগ স্থাপন করেছেন।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচনাকথা	:	
প্রথম অধ্যায়	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা : শঙ্খ ঘোষের কবিতা
তৃতীয় অধ্যায়	:	সমকালীন কবিদের কবিতা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা : সাদৃশ্য এবং স্বতন্ত্রতা
চতুর্থ অধ্যায়	:	সমালোচক শঙ্খ ঘোষ
পঞ্চম অধ্যায়	:	শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্য ও কবিমানস
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	শঙ্খ ঘোষের কবিতা : চিত্রকল্প ও ছন্দ
সপ্তম অধ্যায়	:	শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমাজ দেশ কালের অভিঘাত : আত্মপরিচয় সন্ধান
শেষকথা	:	

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা

শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) থেকে সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (২০১৭) পর্যন্ত লক্ষণীয় ঐতিহ্যের উপস্থিতি, স্বাতন্ত্র্য এবং ইতিমূলকতা।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই লক্ষ্য করা যায় আত্মমুখী ভাষা ও পৃথিবীমুখী ভাষার মিলনে উত্থিত হওয়া সমন্বয়ের ভাষা— যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি-সমগ্রেও আছে এই সমন্বয়ের ভাষা। অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষের কবিতা মূলত 'তৃতীয় সত্তার' কবিতা— আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ, আত্মসমালোচনাহীনতা, আত্মদুর্বলতা স্থানে আত্মসচেতনতা-আত্মশক্তির কবিতা। এই আত্মসচেতনতা, আত্মশক্তিতে ঘুঁরে দাঁড়ানোর পথ আছে ঐতিহ্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুক্তি দেন অভ্যাসিকতার-আত্মকেন্দ্রিকতার বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে। এই আত্মবলয় ভাঙা সেই যোগের মধ্যে তাঁর চিরকালীন আধুনিকতা। অন্ধ প্রাণশক্তির প্রভুত্বকে তুচ্ছ করে দিয়ে কেবলই চিত্তশক্তির জাগরণের আধুনিকতা। এই আধুনিকতাই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার। এই আধুনিকতার চেতনা আছে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়, ভিন্ন আঙ্গিকে। তাই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য শঙ্খ ঘোষের কবিতা পরিক্রমার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা : শঙ্খ ঘোষের কবিতা

তিরিশের দশকের বাঙালী কবিরা প্রথম বাংলা কবিতায় প্রকৃত অর্থে আধুনিক কবি— যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল ফ্রান্সে, বোদলেয়ারের কবিতার সূত্রে সেই আধুনিকতার জাগরণ লক্ষ্য করা যায় তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমুখের কাব্য প্রয়াসে। প্রমুখ কবির প্রভাব আঙ্গিকের দিক থেকে ততটা না হলেও কবি মানসের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ বিষয়ক চেতনার দিক থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় লক্ষণীয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা জীবনানন্দ দাশের মতো সময়ের সঙ্গে নিরর্থকতার বোধ, শূন্যতাবোধ, ব্যক্তির বিচ্ছেদের মর্মযন্ত্রণা শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও দেখতে পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশের মতো ইতিহাসচেতনা, কালজ্ঞান শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বর্তমান। চল্লিশের দশকের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমাজ সচেতনতা, রাজনীতি সচেতনতা প্রবলভাবে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় লক্ষ করি। সামাজিক যে কোনো ঢেউ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমগ্র সত্তা মথিত করে উঠে আসে। সবকিছু মিলে শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তি সত্তা ও সামাজিক সত্তার এক ব্যতিক্রমী মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাই 'যমুনাবতী', 'ভিখারী বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও', 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো'-এর মতো কবিতা শঙ্খ ঘোষের সৃষ্টি ধারায় পাওয়া যায় আবার ''লাইনেই ছিলাম বাবা''র মতো কাব্যগ্রন্থও বর্তমান এবং 'উল্টোরথ', 'আত্মঘাত', 'বাবরের প্রার্থনা', 'হাতেমতাই'-এর মতো সার্থক কবিতা। তিরিশ, চল্লিশের দশকের কবিদের মতো শঙ্খ ঘোষের মধ্যেও দেখা গেছে প্রতিভা ও মনীষার মিলিতরূপ— এই অধ্যায়ে এইসব আলোচিত।

তৃতীয় অধ্যায়
সমকালীন কবিদের কবিতা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা : সাদৃশ্য এবং স্বতন্ত্রতা

পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষের সমকালীন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার প্রমুখ বাংলা কবিতায় বলা চলে নতুনভাবে রক্ত সঞ্চার করলেন। শঙ্খ ঘোষ কবি-ব্যক্তিত্বের জোরে তাঁর কবিতায় নিজের স্বতন্ত্রতা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। নষ্ট সমাজ, দেশ, রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ শঙ্খ ঘোষকে ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করেছে। পঞ্চাশের অনেক কবিই ব্যক্তিগত জগৎকে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন কিন্তু শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তিকে দেখলেন দেশ-সময়-সমাজ তথা বিশ্বের পটে। আবার লক্ষ করা যায় সমকালীন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মুজমদার প্রমুখের মতো তাঁর কবিতাতেও পরাবাস্তব চেতনা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, বুভুক্ষুযুগের আর্তনাদ গভীর ভাবে এসেছে, এসেছে প্রতীক, চিত্রকল্পের নূতনত্ব— এই অধ্যায় এইসব তুলনামূলক আলোচনায় বিস্তারিত।

চতুর্থ অধ্যায়
সমালোচক শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষের কবিপ্রাণসত্তার শিল্পময় অন্যান্য প্রসারের সঙ্গে সমালোচনা অর্থাৎ 'কবিতাকথা', 'রবীন্দ্রনাথ', 'লেখাজীবন', 'শিল্পসাহিত্য', 'স্মৃতিলেখা' এবং 'অন্যান্য' বিষয়ক লেখা-প্রবন্ধ আর এক অন্যতম তাৎপর্যময় প্রসার। তাঁর গদ্যরচনাগুলি মূলত আলোচনানির্ভর— বিভিন্ন তথ্য-তত্ত্ব-যুক্তি দৃষ্টান্ত এবং বোধ-মেধা-অনুভব কেন্দ্রিক। বহুকৌণিক প্রশ্নবোধকে সাজানো লেখারাশি শেষাবধি তাঁর চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণত একাত্ম অর্থাৎ প্রশ্নসকল কখনো নিজের, কখনো পাঠকের আবার কখনো প্রশ্নই উত্তরকথা— এভাবেই উত্তর-প্রশ্ন-উত্তরে সিদ্ধান্তে উপনীত। সমগ্রে। তাই আত্মপরিচয় সন্ধানে শঙ্খ ঘোষের সমালোচনা বা লেখা-প্রবন্ধ আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়
শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সাহিত্য ও কবিমানস

ভালোবাসার কবি শঙ্খ ঘোষ— বেঁচে থাকার ও অন্যকে বাঁচতে শেখানোর। সমাজ, দেশ, রাজনীতি সচেতনতা ও প্রতিবাদ ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জেগে ওঠে তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা অনুবাদক হিসাবে সার্থক, শঙ্খ ঘোষও তাঁদের মধ্যে অন্যতম

একজন। তাঁর 'বহুল দেবতা বহু স্বর', কিউবার কবি নিকোলাস গ্যিয়েনের 'চিড়িয়াখানা', কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পাদিত 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত', গিরিশ কারনাডের নাটক 'রক্তকল্যাণ', 'হয়বদন' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অনুবাদ কর্মের সফল উদাহরণ। তাঁর কবিমানসের সঙ্গে তিনি যে সব কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন তাঁদের কবিমানসের মিল স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। কিউবার কবি নিকোলাস গ্যিয়েন যাঁকে কালো হোমার বলা হয়, যাঁর কবিতার মধ্যে সমগ্র লাতিন আমেরিকার সত্তা ও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে, কিংবা তেলেগু কবি চেরাবাণ্ডারাজু ইনি বিপ্লবী কবি বলে খ্যাত— তাঁদের কবিতার সঙ্গে কীভাবে আত্মীয়তা অনুভব করেন, এইসব আলোচিত এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শঙ্খ ঘোষের কবিতা : চিত্রকল্প ও ছন্দ

শব্দ থেকে শব্দাতীতের দিকে যাত্রা এই কবির, তিনি জানেন কীভাবে ছন্দের, শব্দের, অন্বয়ের বাক্যের নিশ্চল কেন্দ্রে প্রাণ সঞ্চার করতে হয়। শঙ্খ ঘোষ বিশ্বাস করেন কবিতার সত্যি বলা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই, তিনি সেই আধুনিকতার কথা ভাবেন 'সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোন মানে নেই, অবাধ প্রগল্‌ভতার কোন প্রশ্রয় নেই', এই দর্শন থেকে জেগে ওঠে শঙ্খ ঘোষের কবিতার রূপকল্প। শব্দের যখন প্রবল অবমূল্যায়ন ঘটেছে বিজ্ঞাপনে, বাণিজ্যে, মিডিয়ায়, শব্দের প্রকৃতবোধ যখন কুয়াশায় ঢাকা তখন নিঃশব্দের ভেতরে মুক্তি দিতে চান তিনি কবিতাকে। পরোক্ষতা, পরিমিতি জ্ঞান, ইতিহাসচেতনা, স্বকালচেতনা সব মিলে তাঁর কবিতার রূপকল্প গড়ে ওঠে। অন্যদিকে তিনি ভাবেন শব্দের মুক্তির জন্য চাই ছন্দের মুক্তি। কিন্তু ''ছন্দ থেকে নয়, ছন্দের মধ্যেই আছে সেই মুক্তি : ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও।'' তাই লেখেন ''ছন্দের বারান্দা'' নামের বই। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ বা সবচেয়ে পুরনো ছন্দ হলো স্বরবৃত্ত। এই ছন্দের যথার্থ মুক্ত রূপ দিয়েছেন। ছন্দের মধ্য কথ্যভাষা বা মৌখিক ভাষার প্রয়োগ করে সৃষ্টি করেছেন বাক্‌স্পন্দ বা বাক্‌চাল ফলে কবিতার শরীরে এসেছে নতুন প্রবাহ। ছন্দের পর্বসমতা ছক কাটা ঘরের মধ্যে না থেকে তিনি স্বাধীনতা নিয়ে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিগত ছন্দ— আলোচিত।

সপ্তম অধ্যায়
শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমাজ দেশ কালের অভিঘাত : আত্মপরিচয় সন্ধান

শঙ্খ ঘোষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় যে জীবনবীক্ষা-বিশ্ববীক্ষা উপস্থিত তা কোন বিমূর্ত আকাশলীন ভাবাদর্শ নয়। তাঁর ভাষায় 'বাইরের দিকে মুখ করা' এবং 'ভিতরের

দিকে মুখ ঘোরানো' অর্থাৎ প্রাণময় ব্যক্তির বাস্তবের মূল থেকেই তা উদ্ভূত এবং এই ব্যক্তি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, বৃহত্তর সমগ্রের অংশ। তাই তাঁর কবিতায় আছে কালগত তাৎপর্য, শিল্পগত আধুনিকতা, সচেতন মানবিক হৃদয়বত্তা ও যুগগত মননধর্মিতা। 'কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা?'— এই ভাবনাই তাঁকে বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগৎ-এর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে তৃতীয় সত্তার নিকটে নিয়ে আসে অর্থাৎ 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল'-এর কবিতায়। এই কবিতায় দেশব্যাপী যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জন্ম জেগে ওঠা আবরণহীন ভালোবাসার বিপুল উত্থান ও চরাচরব্যাপী বিষণ্ণতার কথা আবেগ-মনন-বোধ সমন্বয়ে লিখিত। 'যমুনাবতী' কবিতাটি থেকে শুরু করে 'ভিড়', 'বাস্তু', 'জাবাল সত্যকাম', 'আরুণি উদ্দালক', 'ভূমধ্যসাগর', 'কলকাতা', 'তিমির বিষয়ক দু-টুকরো', 'অন্ধবিলাপ', 'পাথর', 'ভালো' এরকম অনেক কবিতা ছুঁয়ে থাকে দেশ সময় সমাজ ইতিহাসের বহু ঘটনা-স্পন্দন, বহু আর্তনাদ, বহু অশ্রু, বহু রক্তপাত, স্বপ্ন, মৃত্যু, জাগরণ। কবির 'আত্মগত আমি' এবং 'ব্যক্তিগত আমি'র দ্বন্দ্বে জেগে ওঠে তাঁর কবিতা, তাঁর কবিতায় জেগে ওঠে উদ্বাস্তু জীবনের হাহাকার, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন নাগরিকদের বিকৃত সমাজ, ভ্রষ্টাচার, মুখোশধারী মানুষের মিথ্যাজীবীতা, ১৯৬৭ সালের নক্শাল আন্দোলন, ২০০৭-এর লালগড়, নন্দীগ্রাম কাণ্ড ও তার পূর্বাপর সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে এসবই তাঁর সত্ত্বাকে মথিত করে, চেতনার আলোড়ন তোলে। তাই দেশের চৈতন্যের মধ্যে জীবন যাপনের সবকিছুর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ সমাজের পরিচয়কে সত্তায় গ্রহণ করে, দেশজ পুরাণের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ আত্মপরিচয় খুঁজে পান। এই আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়াই তাঁকে অসহায়, বঞ্চিত, বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত, নির্যাতিত মানুষের কথা লিখতে প্রেরণা দেয়, আত্মীয়তা এনে দেয় অবহেলিত মানুষের সঙ্গে। কোথায়, কীভাবে, কোন-কোন কবিতায়— খোজঁই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

শেষকথা

শঙ্খ ঘোষের কবিতা মানুষের জন্য এবং মানুষকে নিয়ে তাই তাঁর কবিতা জীবনকে প্রকাশ করে। বোধ বুদ্ধি আর আবেগের সমন্বয়ে প্রকাশ করে আমাদের ভালোবাসা-দুঃখ-পূর্ণতা বা অপূর্ণতা। তিনি বাঁচতে চান, সবাইকে বাঁচার কথা বলতে চান। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বন্ধন স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে মানবস্বরূপ-সমাজ স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বুকে জমে রাখা পাথর সরাতে চান, তাই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে বাঁচার মন্ত্র প্রার্থনা।

তাঁর বহুমুখী সৃজনশীল প্রতিভা-আত্মপ্রকাশকে একটি আধারে সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা রয়েছে।

স্বীকারোক্তি

"দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হারালে—
তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়
দগ্ধ হওয়ার কৃপণ আঙুলে—
তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই!

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে—
তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব
আড়ালে।"

['আড়ালে'— কবিতাসংগ্রহ-১, পৃ. ৫৬,৫৭]

আড়ালের পাঠ যে একদিন গবেষণার টেবিলে এসে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লাবণ্য-সমগ্রের 'thesis' রূপ পাবে তা এই-সেদিন আড়ালেও বুঝিনি! 'আড়ালে' প্রথম পাঠ ছিল এক বৃষ্টিময় দিনে— দ্বিতীয় পাঠ তৃতীয় পাঠ। পাঠ আর পাঠ— পাঠে-পাঠে খুলে যেতে থাকে এই পাঠকের চোখ-হৃদয়-ভালোবাসা, প্রতিবাদ-বেদনার কোণসমূহ এবং গড়ে ওঠে 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ঐতিহ্য এবং কবির আত্মপরিচয় সন্ধান'— বিষয়ের সঙ্গে যোগ এবং আজকের এই গবেষণাপত্র।

স্বীকারোক্তি অনিবার্য, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ঐতিহ্য এবং কবির আত্মপরিচয় সন্ধান'— এই বিষয়টির সঙ্গে যোগ এবং একটি আধারে সুসংবদ্ধ হওয়ার নেপথ্যের আলো-বাতাস-জল অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। অধ্যাপক রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ আমি, প্রণাম— তাঁর স্নেহ-শাসন-বোধ-মনন নিয়তই আমার দেখা-লেখাকে প্রতিকূলাবস্থা থেকে অনুকূলাবস্থায় এনেছে এবং গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছে।

গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপিকা ও অধ্যাপকদের কাছে স্বততই ঋণী— কৃতজ্ঞ। প্রণাম ও শ্রদ্ধা থাকল স্বর্গীয় সঞ্জয়কুমার দত্তের প্রতি— তাঁর কবিতা-ভাবনা ও ভালোবাসার জন্য। কৃতজ্ঞ লেখক পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রতি— বিভিন্ন সহযোগিতার কারণে। কৃতজ্ঞ ইংরেজি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্য, রসায়নবিদ্যা বিভাগের স্বনামখ্যাত কয়েকজন অধ্যাপকের নিকট। প্রণাম— অধ্যাপক পুলিন দাস, অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন, অধ্যাপিকা গায়ত্রী ভট্টাচার্য ও ম্যাম তন্দ্রা বর্মনের স্নেহ-উৎকণ্ঠাকে— 'শেষ হবে কবে!' আমার কর্মস্থল ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাম ও অন্যান্য দিদি-দাদা-বন্ধু প্রত্যেকেই অনুভবী ও সাহায্য-মনস্ক— কৃতজ্ঞ আমি। বিশেষ উল্লেখনীয় এই মহাবিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের উজ্জ্বল-দ্যুতিময় দিদিদের কথা— নত আমি।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজ গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়েছি। এই দুই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও দাদা-দিদিদের ধন্যবাদ জানাই— যারপরনাই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে বই হাতে তুলে দেবার জন্য। ধন্যবাদ জানাই লিটল ম্যাগাজিন প্রেমীদের— যারা সরাসরি বা দূরে থেকেই হাতে তুলে দিয়েছেন ভাবনার বীজ— গাছ। ধন্যবাদ জানাই আশীষদাকে— যিনি আমার গবেষণাপত্রটি মুদ্রণ করতে দীর্ঘ শ্রম-সময় দিয়েছেন। মুদ্রণ বিন্যাস-শৈলী হেতু সুজিতের জন্য থাকল ভালোবাসা। সুন্দর বাঁধাইয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাই সনাতনদাকে। ভালোবাসা থাকল— রাজীবদা, অঞ্জনদা, অভিজিৎদা, বিশ্বজিৎদা, শুভঙ্করদা, চন্দনদা, জলিদি, মিমি, চৈতালি, সোমা, পার্থ, কথা সবার জন্য। শেষাবধি চিনতে ভুল করিনি পরিমলদাকে— মানুষ বোধহয় এতটাই স্নেহময় হয়, প্রণাম আমার। জুরান— আমার ছাত্র-ভাইয়ের জন্য থাকল স্নেহ, তার নিজস্ব যোগ্যতায়।

অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করতে হয় সম্মাননীয় কবি শঙ্খ ঘোষের মুখোমুখি হওয়া এবং দু-চার কথা বিনিময়ের উজ্জ্বল মুহূর্ত— তাঁর নীরব বাঙ্ময় তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি। প্রণাম প্রণাম প্রণাম। নত আমি— আমার দাদু-দিদিমা, মামা-মাসি; মা এবং স্বর্গীয় বাবা ও ছোটকাকার কাছে যারা আমাকে আগলে রেখে জেগে থেকে অ আ ক খ শিখিয়েছে।

তারিখ: ৭.০৮.২০১৮

[signature]

বিপ্লব রায়